কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী রিট বিচার বিভাগীয়

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩-এর ডব্লিউ. পি. এ ১০৭৬৭

সঙ্গে ২০২৩-এর ডব্লিউ. পি. এ ১২৩৪৬

মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় মজুমদার

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিষ্ঠ আইনজীবী
	শ্রী রমেশ ধারা,
	শ্রীমতী মৌসুমী চৌধুরী,
	শ্রী রাহুল কুমার সিং
বিপরীত পক্ষের জন্যঃ	শ্রী রাম আনন্দ আগরওয়ালা,
	শ্রীমতী নিবেদিতা পাল,
	শ্রী আনন্দ গোপাল মুখার্জি,
	শ্রীমতী সোনম রায়
	শ্রীমান তপন কুমার মাইতি
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী সুমন সেনগুপ্ত,
	শ্রী অমৃতা লাল চ্যাটার্জি
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১১ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে
রায়ঃ	১৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে

বিচারপতি বিবেক. চৌধুরী:-

১. উভয় রিট পিটিশনে একই লেনদেনের ফলে উদ্‌ভূত তথ্য ও আইনের অনুরূপ বিষয় জড়িত ছিল এবং তাই শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য একসঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথি এবং আবেদন ফি সহ ন্যায্য মূল্যের দোকানের বিতরণের জন্য তার আবেদন জমা দিয়েছেন পরিচালক দ্বারা ০১.০৯.২০২২ তারিখের একটি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে,

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্লক-বারাসাত-২, সাব-ডিভিশন-বারাসাতের অধীনে শূন্যপদ পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা বিতরণ, সংগ্রহ ও সরবরাহ অধিদপ্তর, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, (ডিডিপিএন্ডএস)। আবেদনকারী উক্ত আবেদনটি ১৭.১০.২০২২-এ জমা দিয়েছেন। ১৫.১২.২০২২-এ, আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল যে ২১.১২.২০২২-এ ১২:৩০ পিএম-এ একটি স্পট তদন্ত পরিচালিত হবে। তদনুসারে তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল এবং আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করেছেন এবং এলাকা পরিদর্শক গুদাম-কাম-শপে সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে, তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি, যার জন্য তিনি তথ্য আইন, ২০০৫-এর অধীনে একটি অধিকার আবেদন জমা দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল।

৩. আবেদনকারীর যুক্তি, ২০১৩ সালের আদেশ সংশোধনের আগে, আবেদনকারীরা সংশ্লিষ্ট জেলা নিয়ন্ত্রকের অফিসে তাদের আবেদন জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু সংশোধনের পর, বিবাদী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ নিজেই তাদের দ্বারা প্রণীত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি যুক্তি দেন যে ২০১৩ সালের আদেশের অনুচ্ছেদ ২৬ অনুসারে, একজন পরিবেশককে নিয়োগের প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা। ফলস্বরূপ, তিনি আশা করেছিলেন যে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পরে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, কিন্তু পরিদর্শন দলের তদন্তের চার মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মুলতুবি রাখা হয়েছে।

৪. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতার অধীনে ছিল, যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক উপস্থাপনা করা সত্ত্বেও, তার প্রার্থিতার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও, তারা এই বিষয়ে কোনও তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি আবেদন করা হয়েছিল যে শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারীকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত বাতিল, প্রত্যাহার এবং/অথবা প্রত্যাহার করার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়ে একটি বাধ্যতামূলক রিট জারি করা উচিত এবং; সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটরশিপে শূন্যপদের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে নিয়োগ পত্র এবং লাইসেন্স দেওয়ার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়ে একটি বাধ্যতামূলক রিট জারি করা।

৫. এই পিটিশনটি ২০২৩ সালের ১৮ই মে এই মাননীয় আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। যেহেতু ১লা মে ছুটি ছিল, তাই এই রিট পিটিশনটি ২৭৪শে মে উত্তরদাতাদের কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তাদের জানানো হয়েছিল যে, রিট পিটিশনটি ২০২৩ সালের ৩রা মে মাননীয় আদালতে পাঠানো হবে। ৪ঠা মে, পক্ষগুলির লার্নড কাউন্সেলের কথা শোনার পর, একটি আদেশের মাধ্যমে, মাননীয় আদালত রাজ্যকে ২০২৩ সালের ১২ই মে একটি হলফনামা আকারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়, যা উত্তরদাতারা দাখিল করে। ১৫ই মে, যখন রিট পিটিশনটি আবার শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল, তখন উত্তরদাতা নং ৫-এর লার্নড কাউন্সেল আদালতকে জানিয়েছিলেন যে ২০২৩ সালের ৩২শে মে, -এর সময় বিচারের বিচারাধীনতা, পূরণ করার জন্য উত্তরদাতা নং ৫-কে একটি লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল

শূন্যপদ এবং ডিলারদেরও ট্যাগ করা হয়েছিল। অতএব, আবেদনকারী যুক্তি দিচ্ছেন যে, রিট পিটিশন দেওয়ার ঠিক পরে, শূন্যপদ পূরণের জন্য ৫ নং উত্তরদাতা নির্বাচন করার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ, বিচারের মুলতুবি থাকার সময়, খারাপ উদ্দেশ্য দেখায় এবং স্বেচ্ছাচারী এবং অন্যায্য।।

৬. আবেদনকারী বলেন যে, বিজ্ঞপ্তির একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল যে, যদি গুদাম ভাড়া/ভাড়া করা হয়, তাহলে আগ্রহী আবেদনকারীর কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত ইজারা দলিল বা ভাড়াটিয়া চুক্তি থাকতে হবে। তদন্তের পর, আবেদনকারী জানতে পারেন যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত গুদামটি তাঁর নিজের নয় এবং উক্ত গুদামটি ইজারা চুক্তির মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল এবং উপরোক্ত মানদণ্ড পূরণ করেনি। অতএব, আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে, উত্তরদাতা নং ৫-কে লাইসেন্স দেওয়ার সময়, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ তাড়াহুড়ো করে তা মঞ্জুর করার সময় একটি প্রয়োজনীয় শর্ত শিথিল করে।

৭. অতএব, বিবাদী কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধভাবে কাজ করেছে বলে যুক্তি দিয়ে, আবেদনকারী এই দ্বিতীয় রিট আবেদনে বিবাদীদের শূন্য পদের বিরুদ্ধে বিবাদী নং ৫-কে লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল, প্রত্যাহার এবং/অথবা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়ে একটি রিট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন; এবং, প্রশ্নবিদ্ধ পরিবেশক পদের শূন্য পদের বিষয়ে ০৩.০৫.২০২৩ তারিখে জারি করা বিবাদী নং ৫-এর লাইসেন্স বাতিল করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দিয়ে একটি রিট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

৮. উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাটের মহকুমা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক দাখিল করা হলফনামায় বলা হয়েছে যে, তদন্তের সময় দেখা গেছে যে আবেদনকারীর প্রস্তাবিত অফিস-কাম-গোডাউন সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে ছিল না। কোনও যোগাযোগের রাস্তা ছিল না, প্রবেশদ্বারের সামনে কোনও বাধা (একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং একটি গাছ) সনাক্ত করা হয়েছিল, সিঁড়ি এবং র্যাম্প অনুপস্থিত ছিল, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের জন্য কোনও জায়গা ছিল না এবং কোনও টয়লেট সুবিধা ছিল না। উপরন্তু, লেআউট মানচিত্রে লোডিং এবং আনলোডিংয়ের জায়গা ১২৫০ বর্গফুট হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে, প্রস্তাবিত এলাকা বাদে র্যাম্প নির্মাণের জন্য জায়গাটি ছিল ৯৮৪ বর্গফুট । এছাড়াও, জমির মালিক ছিলেন একজন শঙ্কর ব্যাগ, তবে এমন কোনও সহায়ক নথি ছিল না যা প্রমাণ করে যে তিনি কোম্পানির পরিচালক ছিলেন, যা আবেদনকারীকে গুদাম ভাড়া দিয়েছিল। এই সমস্ত অনুসন্ধান আবেদনকারীর উপস্থিতির আগে রেকর্ড করা হয়েছিল, তবে তাদের দ্বারা কোনও বিরোধ বা আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে উপরে উল্লিখিত আপত্তিগুলি ছাড়াও আবেদনকারী অন্যান্য শর্ত পূরণ করেছেন এবং এই বিষয়গুলি বাদ দিয়ে তাকে ডিলারশিপ দেওয়া যেতে পারে।

৯। তারা আরও বলেছে যে ডিলারশিপ পাওয়ার আগে একজন আবেদনকারীকে অনেক স্তরের যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এখানে যে সময়সীমা শেষ হয়েছে তা নির্বাচন কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তদন্ত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তদন্ত দলের শেষ তারিখ থেকে ০৪.০১.২০২৩ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল। মূল শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে কোনও আশ্বাস লেখা হয়নি। অতএব, শূন্যপদটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে ৫ নম্বর বিবাদীকে নিয়োগের মাধ্যমে ০৩.০৫.২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছিল।

১০। আবেদনকারী, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের দায়ের করা পাল্টা হলফনামার জবাব হিসাবে, তার জমা দেওয়ার পুনরাবৃত্তি করে এবং যুক্তি দেয় যে উত্তরদাতা নং ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের শূন্যপদের নোটিশের অংশ-৪, সিরিয়াল নং ১০ (পি) (বি) হিসাবে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেনি। আবেদনকারী বলেছেন যে তদন্তের সময় করা পর্যবেক্ষণগুলিতে তিনি তার আপত্তি জানাতে পারেননি, কারণ তাকে কখনও তদন্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়নি, যার জন্য তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ এর অধীনে একটি আবেদন জমা দিতে হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে করা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে, আবেদনকারী যুক্তি দেন যে গুদামে তাঁর স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং পণ্য লোড ও আনলোড করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে, কারণ এটি একই সাথে দুটি ট্রাক দ্বারা সহজেই চালিত হয়। উপরন্তু, আবেদনকারীর গুদামটি ১১ বছরের জন্য ইজারা হিসাবে ভাড়া/ভাড়া নেওয়া হয় এবং একটি সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া হয়, যার মধ্যে শ্রী শঙ্কর বাগ পরিচালক।

১১। বাদী নং ৫-এর দায়ের করা হলফনামায় অনিল সিংহানিয়া আবেদনকারীর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে যুক্তি দেখান যে আবেদনকারীর যুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা নয়। বাধ্যতামূলক, কিন্তু ডিরেক্টরি। তাঁর দায়ের করা হলফনামায়,

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১২৩৪৬, অর্থাৎ, দায়ের করা পরবর্তী রিট পিটিশন, তিনি শুরুতে যুক্তি দেন যে, রিট পিটিশনটি আইনের চোখে রক্ষণযোগ্য নয় কারণ আবেদনকারীকে এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি যার কিছু করার আইনি দায়িত্ব রয়েছে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে একজনকে ম্যান্ডামাস জিজ্ঞাসা করার আগে অবশ্যই বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকতে হবে। আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কারণ তিনি পরিবেশক হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেননি, আবেদনকারীর উত্তরদাতা নং ৫-এর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার নেই।

১২। এরপরে, উত্তরদাতা নং ৫ অস্বীকার করে যে তার ই-ডাউন ইজারা চুক্তি শূন্যপদের নোটিশে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে একটি পূরণ করে না বা উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অনুযায়ী তাড়াহুড়ো করে তার পক্ষে লাইসেন্স জারি করার জন্য উক্ত শর্তটি শিথিল করে। এটিও অস্বীকার করা হয় যে যেখানে গুদামটি অবস্থিত সেই জমিটি একটি ইটের ক্ষেত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে ডিলারশিপের জন্য প্রস্তাব পত্রটি তাকে ২৮শে এপ্রিল, ২০২৩-এ জারি করা হয়েছিল, যেখানে আগের রিট পিটিশনটি ডাব্লু. পি. এ। ২০২৩-এর নং ১০,৭৬৭,১৮ই মে, ২০২৩-এ নিশ্চিত করা হয়েছিল যে প্রস্তাব পত্র অনুসারে কেবল একটি মন্ত্রীর কাজ ছিল। অধিকন্তু, তিনি যুক্তি দেন যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করার সময় আবেদনকারীর তার আবেদন প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল কারণ প্রত্যাখ্যানের উক্ত সত্যটি পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে দায়ের করা রাষ্ট্রের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং উক্ত প্রত্যাখ্যানটি তার দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অতএব, তিনি অস্বীকার করেন যে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ তাকে এখতিয়ারের অতিরিক্ত বা আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য লাইসেন্স জারি করেছে বা এটি ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতায় ভুগছে। বা পদ্ধতিগত অসঙ্গতি, এবং তাই একপাশে রাখা দায়বদ্ধ।

১৩। উত্তরদাতা নং ৫-এর কাছে বিরোধী হলফনামার বিরুদ্ধে আবেদনকারীর দায়ের করা হলফনামায় তিনি যুক্তি দেখান যে, শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আবেদন জমা দেওয়ার পরে, উক্ত আবেদনটি বিবেচনা করার জন্য একটি আইনি অধিকার অর্জিত হয়, কিন্তু প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর আবেদনের ভাগ্য না জানিয়ে ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে আইনি অধিকার লঙঘন করে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে প্রতিটি কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত কোনও শূন্যপদের বিরুদ্ধে আবেদন জমা দেওয়া ইচ্ছুক প্রার্থীর আবেদনের ভাগ্য জানাতে বাধ্য। অতএব, আবেদনকারীর অধিকার বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং সেই ভিত্তিতে, আবেদনকারী এই মাননীয় আদালতে একটি বাধ্যতামূলক অনুরোধ করার অধিকারী। উপরন্তু, এটি একটি স্থিরীকৃত আইন যে এমনকি একজন অপরিচিত ব্যক্তি যিনি শূন্যপদের নোটিশের বিরুদ্ধে আবেদনও দাখিল করেননি, তিনি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির শর্ত শিথিল করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও নিয়োগ করা হলে একটি ম্যান্ডামাস চাইতে পারেন। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে, আবেদনকারী যিনি এম. আর হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন। বিতরণকারীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা করা উত্তরদাতা নং ৫-এর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার সমস্ত অধিকার রয়েছে। এরপরে, তিনি আরও যুক্তি দেন যে উত্তরদাতা নং ৫, রিট পিটিশন দাখিল করার আগে কীভাবে তিনি জানতেন যে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর সূত্র প্রকাশ করেননি, যেখানে আবেদনকারীর নিজের আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না।

১৪। তাদের যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারী এবং বেসরকারী বিবাদী নং ৫ উভয়ের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীরা বেশ কয়েকটি রায় উদ্ধৃত করেছেন ।

আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী উত্তরপ্রদেশ **রাজ্য বনাম বিজয় কুমার মিশ্র (২০১৭) ১১ এস. সি. সি ৫২১**-এ রিপোর্ট করেছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট সাব-ডেপুটি ইন্সপেক্টরের শূন্য পদে উত্তরদাতার নিয়োগ নিয়ে কাজ করেছে, যেখানে আদালত ৬ অনুচ্ছেদে, মতামত দিয়েছেন যেঃ

> *"এই অবস্থানটি মোটামুটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে যখন নিয়মের অধীনে যোগ্যতার একটি সেট নির্ধারণ করা হয় এবং কোনও আবেদনকারী যার আবেদন জমা দেওয়ার সময় বা কাট-অফ তারিখের মধ্যে পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী না হন, যদি থাকে, নিয়মের অধীনে নির্ধারিত বা বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত, এই ধরনের পদের জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নন। এখানে এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে নিয়ম বা বিজ্ঞাপনে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পর্কিত কোনও ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি।*
>
> অতএব, যে প্রার্থী পদের জন্য বিবেচনার ক্ষেত্রের মধ্যে আসেননি তার ক্ষেত্রে নির্ধারিত ধারণকারী প্রার্থীর সাথে তুলনা করা যায় না। যোগ্যতা এবং বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল.... "

১৫। বাদী নং ৫-এর বিদ্বান উকিল তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে, বাদীর কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি এবং তাই, এই রিট পিটিশনটি প্রথমে এআইআর এসসিসি ৬৮৫-এ রিপোর্ট করা উড়িষ্যা রাজ্য বনাম রামচন্দ্র দেব, এআইআর ১৯৭৭-এ সুপ্রিম কোর্ট ২৭৬-এ রিপোর্ট করা এম এস জৈন বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং (২০১৩) ৪ এসসিসি ৪৬৫-এ রিপোর্ট করা আয়াউবখান নূরখান পাঠান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য-এর মতো রায়গুলি উদ্ধৃত করে রক্ষণযোগ্য নয়। আয়াউবখান (উপরে)-এর ৯ নং অনুচ্ছেদ হল নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"এটি একটি মীমাংসিত আইনি প্রস্তাব যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে কোনও কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, যদি না সে কর্তৃপক্ষ/আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে সে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের বিভাগের মধ্যে পড়ে। কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি যিনি ভুগছেন, বা আইনি আঘাতের শিকার হয়েছেন তিনি আইন/পদক্ষেপ/আদেশ ইত্যাদি আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশন হয় সংবিধিবদ্ধ বা আইনী অধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য, অথবা যখন আপিলকারীর অভিযোগ থাকে যে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সংবিধিবদ্ধ কর্তব্য লঙ্ঘন করা হয়েছে। অতএব, প্রয়োগের জন্য অবশ্যই একটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার উপলব্ধ থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে রিট এখতিয়ার অবলম্বন করা হয়। আদালত, অবশ্যই কোনও ব্যক্তির নির্দেশে তার রিট এখতিয়ার ব্যবহার করে কোনও সরকারি সংস্থার দ্বারা বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন কার্যকর করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এই ধরনের ব্যক্তি আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে তার এই ধরনের কাজের উপর জোর দেওয়ার আইনি অধিকার রয়েছে। এই ধরনের অধিকারের অস্তিত্ব আদালতের রিট এখতিয়ার আহ্বানের একটি পূর্বশর্ত। এমন অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি অন্তর্নিহিত যে আইনি অধিকার প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করা ত্রাণ অবশ্যই একটি হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের অধিকারের অস্তিত্বই আদালত কর্তৃক উক্ত এখতিয়ার প্রয়োগের ভিত্তি। যে আইনি অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে তা অবশ্যই সাধারণত আবেদনকারীর নিজের অধিকার হতে হবে, যিনি এই অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন এবং ত্রাণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। একই বিষয়কে সম্মান করে।"

উত্তরদাতারা এই আদালতের একটি রায়ও উদ্ধৃত করেছেন, তরণ রাজওয়ার বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ৪২৭৫)।

১৬। পক্ষগুলির বক্তব্য দীর্ঘ সময় ধরে শোনার পর এবং নথিতে থাকা সমস্ত বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পর, এই আদালত নিম্নলিখিত সংমিশ্রণটি প্রদান করতে এগিয়ে যায় রায়।

১৭. পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিতে, আলোচনার উদ্দেশ্যে এটি বলা লাভজনক যে আবেদনকারী একটি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের বিষয়ে একটি আবেদন দায়ের করেছেন। তার আবেদনের ভাগ্য তাকে ভয় দেখায়নি এবং এটি তাকে ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ নং ১০,৭৬৭ হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করতে উন্নীত করেছিল। ৪ঠা মে, ২০২৩-এ যখন বিষয়টি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল তখন কেউ রাজ্যের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করেননি। তাই আদালত আবেদনকারীকে উত্তরদাতাদের নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই ধরনের নোটিশ ২রা মে, ২০২৩-এ জারি করা হয়েছিল। এর পরপরই, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে প্রশ্ন করা ডিস্ট্রিবিউটরশিপের বিষয়ে ৩রা মে, ২০২৩-এ একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছিল। আবেদনকারী পরবর্তী রিট পিটিশনে বেসরকারী উত্তরদাতার বিতরণকারী হিসাবে নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

১৮। নিঃসন্দেহে বারাসাত ২য় ব্লকে বিতরণকারীর শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আবেদনের প্রজ্ঞাপনের ২য় অংশের ৬ (ই) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দিষ্টকরণ সহ গুদাম থাকা উচিত।

১৯। ৪র্থ অংশ (পি) (বি) অনুসারে বলা হয়েছে যে ভাড়া/ভাড়া গুদামের ক্ষেত্রে গুদামের প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত নথিগুলি অবশ্যই তার প্রমাণের জন্য সরবরাহ করতে হবেঃ

১। ভূমি রূপান্তর শংসাপত্র,

২। নিবন্ধিত ইজারা দলিল বা ভাড়াটিয়া চুক্তি কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য,

৩। বর্তমান সময়ের ভাড়া রসিদ,

৪। ইজারা গ্রহীতার জমির মালিকানার প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

মোহঃ নওসাদ আলম এবং বেসরকারী উত্তরদাতার মধ্যে ইজারা চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে যে উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে ইজারা চুক্তির লক-ইন সময়কাল ১লা আগস্ট, ২০২২ থেকে দুই বছরের জন্য নির্ধারণ করা হবে। উক্ত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষই লক-ইন সময়ের মধ্যে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে স্বাধীন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল যুক্তি দেখান যে ইজারা সময়কাল ব্যক্তিগত উত্তরদাতার অভিযোগ অনুযায়ী ১০ বছরের জন্য নয়।

২০। আবেদনকারী আরও যুক্তি দেখান যে, যে জমির উপর বেসরকারী উত্তরদাতার ই-ডাউন স্থাপন করা হয়েছিল এবং ইজারা নেওয়া হয়েছিল তা বাস্তু বা বাণিজ্যিক জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি। উক্ত জমির বিভিন্ন অংশ বাগান (বাগান), ডাঙ্গা এবং ইটখোলা (ইটের ক্ষেত্র) হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ অর্থাৎ ৫৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ জমির প্রকৃতি রূপান্তরিত করা হয়নি। আবেদনের তারিখে, বিতরণের জন্য গুদাম নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমির প্রকৃতি উপযুক্ত ছিল না।

২১। বেসরকারী উত্তরদাতার বিদ্বান আইনজীবী বলেছেন যে আইনী অধিকার ছাড়া কেউ ম্যান্ডামাস চাইতে পারে না। আইনী অভিযোগের সম্মুখীন কেউ একটি ম্যান্ডামাস চাইতে পারে তার আগে অবশ্যই একটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকারের পাশাপাশি আইনত সুরক্ষিত অধিকার থাকতে হবে। একজন ব্যক্তিকে তখনই আগ্রাসী বলা যেতে পারে যখন কোনও ব্যক্তিকে এমন কেউ আইনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যার কিছু করার আইনি দায়িত্ব।

২২. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান উকিলের দ্বারা বলা হয় যে ২০২৩ সালের ডব্লিউপি নং ১২৩৪৬-এ আবেদনকারী কোনও কৃষিপ্রধান পক্ষ নন। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা জমি রূপান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন যার উপর তাঁর গুদামটি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ নির্মিত হয়েছিল এবং জমিটি ২০ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে কার্যকরভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাকে ১১ মে, ২০২৩ তারিখের মেমো দ্বারা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। অতএব, লাইসেন্স দেওয়ার আগে তিনি বিষয়টিকে জমি হিসাবে রূপান্তরিত করেছিলেন।

২৩। নিঃসন্দেহে, আবেদনকারীর তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করার সময় তার আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে জ্ঞান ছিল কারণ ২০২৩ সালের নং ডব্লিউপিএ ১০৭৬৭ সম্বলিত পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে রাজ্যের পক্ষ থেকে দায়ের করা রেকর্ডে প্রত্যাখ্যানের উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রত্যাখ্যানের উক্ত আদেশটি তার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

২৪. এই ধরনের বাস্তব অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বিবেচনা করে যে বারাসাত দ্বিতীয় ব্লকে বিতরণকারী হিসাবে বেসরকারী উত্তরদাতার নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার আবেদনকারীর নেই।

২৫. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, উভয় রিট পিটিশনই কোনও যোগ্যতা ছাড়াই প্রতিযোগিতায় খারিজ করা হয়।

২৬। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly